সংবাদ

তারিখ JUN 08 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারলে পদত্যাগ করবো : মিলন

সংবাদ বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বুধবার জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্যদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে কোন দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আওয়ামী লীগের সাংসদ রেজাউল করিম হীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সম্পরক প্রশ্নে অভিযোগ করেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগে কোন দুর্নীতি হয়নি। যা দুর্নীতি হয়েছে, তা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই হয়েছে।

পদত্যাগ : পৃ: ২ ক: ১

পদত্যাগ : করবো

আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারলে আমি পদত্যাগ করবো।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে নেয়া টিএলএম প্রজেক্ট (টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন) আসলে টোটাল লস অফ মানি, কেননা সেখানে ব্যাপক দুর্নীতি হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী সাক্ষরতার হার ৬৪ শতাংশ বানিয়েছিলেন, যা প্রকৃতপক্ষে ৬২ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

পরে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক এক সম্পরক প্রশ্ন উত্থাপনকালে বলেন, প্রতিমন্ত্রী অসত্য ভাষণ দিয়েছেন। কেননা এ সরকার টিএলএম প্রজেক্টর সব তথ্য সরকারি দলিলে ব্যবহার করছেন।

আরেক সম্পূরক প্রশ্নে আওয়ামী লীগ সাংসদ ফজলুল করিম সেলিম সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি কিসের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কথা তুলেছেন, তা জানতে চান। জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ৬৪টি প্রকল্প নেয়া হয়; এর অধিকাংশই শুরু হয় দুর্নীতি দিয়ে।